যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 JAN 2004 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৮ ...

খুলনা বিএল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত শিবির কর্মী বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রলীগের রবিউর রহমান, জহুরুল আলম পলাশ, জুলফিকার এবং জহিরুর সরদার

বিএল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

আহত ২০, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

খুলনা অফিস

নির্বাচন-উত্তর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে খুলনা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও। প্রতিদিনই প্রতিপক্ষের আক্রমণের শিকার হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী-সমর্থকরা। গতকাল নগরীর সরকারি বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দখল নিতে গিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ অন্তত ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। সংঘর্ষের ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই পৃ ১৫ >> ক ৪

বিএল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফটো সাংবাদিক ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিকাল ৩টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার জের ধরে নগরীর কলেজ ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে বিরাজ করছে টান টান উত্তেজনা। পুলিশ প্রশাসন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, গত রবিবার রাতে বিএল কলেজের ছাত্রলীগ কর্মীরা জোহা হলের চারটি রুমে তালা লাগিয়ে দেয়। রুমগুলোতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা থাকতো। একই সঙ্গে তারা সোমবার সকালের মধ্যে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল কর্মীদের হল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এর আগে তারা কলেজের কবি নজরুল ইসলাম হলটির পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ নেয়। গতকাল সোমবার সকালে কালা নাজির ও বাপ্পীর নেতৃত্বে ১৫/২০ জন ছাত্র লাঠি, লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে জোহা হল ও তিতুমীর হলে গিয়ে দ্রুত ছাত্রশিবিরকে হল ত্যাগ করতে বলে। এ নিয়ে দুপক্ষে বাগবিতণ্ডা শুরু হলে ছাত্রশিবিরের কর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের পিটিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এ সময় ছাত্রলীগের জুলফিকার রাসেল, আসিফ সরদার, হাবিবুর রহমান ও পলাশ আহত হয়। তাদের বিভিন্ন ক্লিনিক ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ বাইরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে ফের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তাদের সঙ্গে দৌলতপুর বাজার ও লঞ্চঘাটের কুলি-শ্রমিকরা যোগ দেয়। এ সময় সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরের মোস্তাফিজ, নোমান, ওসমানী, আজিজুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমানসহ ১০/১২ জন আহত হয়।

সংঘর্ষের ছবি তুলতে গিয়ে দৈনিক প্রবাহের ফটো সাংবাদিক মামুন রেজা এবং দৈনিক তথ্যের ফটো সাংবাদিক সাগর সরকার ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে নাজেহাল হন। পরে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ তিনটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। দুপুরে কলেজের অধ্যক্ষ ড. আহমেদ রেজা শিক্ষক পরিষদের বৈঠক ডেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন এবং দুপুর ৩টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। দুপুর ২টার দিকে ছাত্রশিবির কর্মীরা পুলিশ পাহারায় হল ত্যাগ করে। তবে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তখনো ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল।

বিকালে ছাত্রশিবির খুলনা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে, ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা বহিরাগতদের নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সামনে কলেজ ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালিয়েছে। রবিবার রাতেই তারা কলেজ প্রশাসন ও পুলিশকে পরিস্থিতি অবনতি ঘটার আশঙ্কার কথা জানালেও তারা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। শিবির নেতারা বলেন, তারা হল ছেড়ে চলে এলেও ছাত্রলীগ এখনো ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। ১১ জানুয়ারি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে হল ও কলেজ খোলার দাবি জানায় ছাত্রশিবির।

এদিকে খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক হাসান হিটলু অভিযোগ করেন, সকালে ছাত্রলীগের ৪ কর্মীকে মুহসীন হলে ফেলে বেদম মারধর করেছে ছাত্রশিবির। পরে তারা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ফারুক অভিযোগ করেন, মৌলবাদ জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য এ ঘটনা ঘটাচ্ছে।

এর আগে রবিবার রাতে আযম খান কমার্স কলেজের হোস্টেলের দখল নিতে যায় ছাত্রলীগ। এ সময় সেখানে টানটান উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে বৈধভাবে সিট বরাদ্দপ্রাপ্তরাই শুধু হোস্টেলে থাকতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। একই রাতে নগরীর পিটিআই মোড়ে একটি মোটরসাইকেল গ্যারাজে হামলা চালিয়ে সন্ত্রাসীরা সিটি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক জিএম গিয়াসকে (২২) গুরুতর আহত করে। সন্ত্রাসীরা তার মাথায় কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। গিয়াস জানায়, ছাত্রলীগের অমিতাভ, মানিক, ইসমাইল, জিয়াসহ ৮/১০ সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। একই রাতে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিএনপি কর্মী হারুন সরদারকে বেদম মারধর করে সন্ত্রাসীরা। গতকাল সকালে ওই সন্ত্রাসীরা বড়বাজারের কাচারীঘাট দখল করতে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। দুপুরে তারা বিএনপি কর্মী মুহসীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয়া হবে বলে হুমকি দিয়ে যায়।

এদিকে খুলনা মহানগর ও জেলা চারদলীয় জোট নেতারা গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিজয় উল্লাসে ছাত্রলীগ কর্মীরা হল দখল করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করছে। জোটের নেতাকর্মীদের ওপর বেপরোয়া হামলা, লুটপাট ও ভাংচুরসহ তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। জোট নেতারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। বিবৃতিদাতারা হলেন- এম নুরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম মঞ্জু, মিয়া গোলাম পরোয়ার, লতিফুর রহমান লাবু।